



# প্রোফাইল

ডিডিইএফ



DDEF

রায়হানপুর ডিজিটাল স্কুল



ডিজিটাল ডেভেলপমেন্ট এন্ড এডুকেশনাল ফাউন্ডেশন(ডিডিইএফ)  
Disable Development & Educational Foundation (DDEF)

ঠিকানা : গ্রাম ও পোস্ট : রায়হানপুর, উপজেলাঃ পাথরঘাটা, জেলাঃ বরগুনা, বাংলাদেশ।

E-mail: [ddef\\_barguna@yahoo.com](mailto:ddef_barguna@yahoo.com), Website: [www.ddefbd.org](http://www.ddefbd.org)



### ভূমিকা:

সমাজের সর্বস্তরের সামাজিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের আলো পৌঁছে দিতে এবং প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর উন্নয়নে একটি আত্মনির্ভরশীল এবং সুশিক্ষিত সমাজ গঠন করার প্রয়াস নিয়ে ১লা জানুয়ারী ২০০১ তারিখে প্রতিষ্ঠা করা হয় “ডিজএবল ডেভেলপমেন্ট এন্ড এডুকেশনাল ফাউন্ডেশন (ডিডিইএফ)” নামক একটি সমাজ গঠনমূলক অরাজনৈতিক স্বেচ্ছাসেবক সামাজিক প্রতিষ্ঠান।

মূলত বিশেষ শিক্ষা, যুব ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রশিক্ষণ, কৃষকদের উন্নত প্রশিক্ষণ, স্থানীয় সম্পদের সৃষ্টি ব্যবহার, সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করার লক্ষ্যে ডিডিইএফ কাজ করে আসছে।

সংগঠনটি দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে যেমন: বরগুনা, বরিশাল, ঢাকা, সিরাজগঞ্জ, পটুয়াখালী, জামালপুর, পিরোজপুর জেলার ৩২০০ দরিদ্র ঠোঁটকাটা ও তালুফাঁটা প্রতিবন্ধী ব্যক্তির বিনামূল্যে সার্জারী অপারেশন কার্যক্রম সম্পন্ন করেছে আমেরিকান দাতা সংস্থার সহযোগীতায়। পাশা পাশি দেশিও বিভিন্ন দাতা সংস্থা ও এ কাজে ২০১০ সাল হতে সহযোগিতা করে আসছে।

২০০৮ সাল হতে গ্রামের দরিদ্র পরিবারের প্রতিবন্ধী শিশুদের অবৈতনিক শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। বিভিন্ন দাতা সংস্থা এ কাজে সহযোগিতা করছে। বর্তমানে ৫২ জন বিভিন্ন ধরনের প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থী ডিডিইএফ কর্তৃক পরিচালিত রায়হানপুর ডিজএবল স্কুল এ শিক্ষার সুযোগ পাচ্ছে।

দরিদ্র মহিলাদের এককালীন অনুদান প্রদান করা হচ্ছে। প্রায় ৭৫০জন গ্রামের দরিদ্র মহিলা এই কার্যক্রমে সুবিধা গ্রহণ করছে।

ডিডিইএফ প্রতিষ্ঠার পর হতে বরগুনা জেলার পাথরঘাটা, বামনা এবং বেতাগী উপজেলাসহ জেলার সকল উপজেলায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য সহায়ক উপকরণ হিসেবে প্রায় ৮০০টি ছইল চেয়ার, ২০০ সাদাছড়ি, ২৫০টি সেলাই মেশিন এবং ২৫টি ক্রাচ বিতরণ করা হয়েছে। দেশী-বিদেশী বিভিন্ন দাতা সংস্থা এই কার্যক্রমে আর্থিক সহযোগিতা প্রদান করেছে। সংগঠনটি এলাকার উন্নয়নে সবসময় স্থানীয় প্রশাসন ও জনপ্রতিনিধিদের সাথে থেকে কাজ করে আসছে। দেশের প্রাকৃতিক ঘূর্ণিঝড়সহ রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর উন্নয়ন এবং যেকোন দুর্ঘটনাকালীন সময় ডিডিইএফ কাজ করে আসছে। মা ও শিশু পুষ্টি, ক্যান্সার ও লিভার সিরোসিসসহ নানান ধরনের রোগীদের বিভিন্ন দাতা সংস্থার সহযোগিতায় সরাসরি অনুদান ও ক্ষেত্র বিশেষ এ্যাডভোকেসি কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। এলাকার দরিদ্র প্রতিবন্ধী পরিবার, বিধবা নারীসহ বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন পরিবারে প্রতিবছর ঈদ আনন্দ উদযাপনের জন্য ডিডিইএফ এর পক্ষ হতে খাবার সামগ্রী ও শাড়ী লুঙ্গি বিতরণ করা হয়। একইভাবে কোরবানীর সময়ও গরু এবং ছাগল কোরবানী মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে ডিডিইএফ এর পক্ষ হতে ভাগাভাগি করে বিতরণ করা হয়। সর্বপরি ডিডিইএফ এর সহকর্মীবৃন্দ, এলাকার জনপ্রতিনিধি, স্থানীয় প্রশাসন ও দেশী বিদেশী দাতা সংস্থার সহযোগিতায় সংগঠনটি বরগুনা জেলা তথা দেশের আপামর প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠি এবং দরিদ্র ও বিধবা মহিলাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে দীর্ঘ ১৮ বছর যাবৎ নিরলসভাবে কাজ করে আসছে।

এই কাজে আর্থিক, কারিগরি ও বুদ্ধি দিয়ে বিভিন্ন সময়ে সহযোগিতা করণের জন্য সকল ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে ডিডিইএফ এর পক্ষ হতে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই।



“প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের নিশ্চিত অংশগ্রহণ হবে দেশের উন্নয়ন”

